যুগান্তর

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধির আহ্বান

যুগান্তর রিপোর্ট

ক্যাম্পের জাতীয় সম্মেলন

রাজধানীতে এক জাতীয় সম্মেলন থেকে শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। রোববার গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পে) আয়োজিত এ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষায় মোট জিডিপি মাত্র ২ দশমিক ১৮ ভাগ বরাদ্দ করা হচ্ছে। কিন্তু ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'মধ্য আয়ের দেশে' পরিণত করতে হলে এ বরাদ্দ বাড়ানোর বিকল্প নেই। আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ভারতের শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থী অনুষ্ঠানে 'সম্মানিত অতিথি' হিসেবে বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচের সদস্য তানভীর মোহাম্মদ মুনতাসির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্যাম্পের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। সংস্থার চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলম এতে সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু সরকারি অর্থে শিক্ষার সব দায়ভার মেটানো উন্নত দেশের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ দরকার। এ খাতে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে দেশের উন্নয়ন ও সেবার মানসিকতায়। কৈলাস সত্যার্থী বলেন, ২২ বিলিয়ন ডলার খরচ করলে বিশ্বে বর্তমানে যত শিশু রয়েছে তাদের প্রত্যেককে স্কুলে আনা সম্ভব। প্রত্যেক দেশ যদি নিজ নিজ উদ্যোগে এ অর্থায়ন করে একটি শিশুও স্কুলের বাইরে থাকবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে বৈদেশিক সহায়তার মাত্র ৪ ভাগ শিক্ষায় ব্যয় হয়। আবার এটাও কমে যাচ্ছে। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী যত মানবিক সহায়তা রয়েছে তার মাত্র ১ ভাগ শিক্ষায় ব্যয় হয়।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী শিক্ষা অনেক হুমকি মোকাবেলা করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপহরণ, বোমাবাজি ও গুলির লক্ষ্যবস্তু, আক্রমণ ও হত্যার শিকার হচ্ছে। অর্থায়ন সমস্যাও একটি। এছাড়া ধর্মীয় মৌলবাদ এবং 'ইকলোজিক্যাল' চ্যালেঞ্জও রয়েছে শিক্ষার সামনে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন কিছু চিন্তা করতে হবে। তিনি এ ক্ষেত্রে ৫টি ফর্মুলা দিয়ে বলেন, ৫টি 'ই' এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। তা হচ্ছে- এমপ্লয়্যাবিলিটি (কর্মসংস্থান), এন্টারপ্রেনারশিপ (উদ্যোক্তা), এক্সিলেন্স (শ্রেষ্ঠত্ব), ইকুইটি (সমতা) এবং এথিক্স (নীতি-নৈতিকতা)। পাশাপাশি শিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তর করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করা হলে সব চ্যালেঞ্জ দূর হবে। নোবেল বিজয়ী এ সমাজকর্মী বলেন, বাল্যবিয়ে একটি বড় ধরনের অভিশাপ। বিশ্বে দক্ষিণ এশিয়া এদিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশেও প্রচুরসংখ্যক বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটে। শিশুর বয়স নির্ধারণে ১৮ থেকে ১৬ করা কিছুতেই ঠিক হবে না বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, আমরা শিক্ষা আইন নিয়ে একের পর এক সভা করেছি। খসড়া তৈরি হয়েছে। কিন্তু তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।